ডেওস ইএক্স

২০০০ সালে জন্ম নেয়া ডেওস ইএক্স গেম সিরিজের প্রথম গেমটি বেশ সাড়া ফেলেছিল। এরপর ২০০৩ সালে বের হলো তার দ্বিতীয় পর্ব, যা বছরের সেরা গেমগুলোর তালিকায় ছিল। অন্য নামকরা ফার্স্ট পারসন শুটিং গেমগুলোর ভিড়ে হারিয়ে যেতে বসেছিল এ সিরিজের গেমগুলো। কিন্তু হঠাৎ করেই তা আবার উদয় হলো এ বছরে নতুন এক রূপে, যা বেশ নাম করেছে। রোমাঞ্চকর গেম ট্রেইলার দেখে গেমটি হাতে পাওয়ার জন্য গেমাররা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিল। তাদের অপেক্ষার পালা শেষ করে গত মাসে গেমটি বাজারে এসেছে। প্রথম দুটি গেমের ডেভেলপার ছিল ইয়ন স্টর্ম ইঙ্ক এবং পাবলিশার ছিল ইডিওস ইন্টারঅ্যাক্টিভ। গেমগুলো ডেভেলপ করার জন্য ব্যবহার করা হয়েছিল আনরিয়েল ইঞ্জিন। কিন্তু নতুন গেমের ক্ষেত্রে অনেক ব্যতিক্রম ঘটেছে। ডেওস ইএক্স-হিউম্যান রেভ্যুলুশন গেমটি যৌথভাবে ডেভেলপ করেছে ইডিওস মন্ট্রিয়াল ও নিক্সেস সফটওয়্যার এবং গেম ডেভেলপে গেম ইঞ্জিন ও টুলস দিয়ে সাহায্য করেছে ক্রিস্টাল ডায়নামিক্স। গেমটি পাবলিশ হয়েছে স্কয়ার ইনিক্সের অধীনে। গেমটি বানাতে ব্যবহার করা হয়েছে ক্রিস্টাল ইঞ্জিনের উন্নত রূপ। গেমের ডিজাইনার জিয়ান ফ্রাঙ্কোয়িস ডুগাস ও ডেভিড অ্যানফসসি। গেমটি কম্পোজ করেছেন মাইকেল ম্যাককান। গেমটি সায়েন্স ফিকশনভিত্তিক ফার্স্ট পারসন শুটিং গেম।

গেমের প্রধান চরিত্র হচ্ছে ৩৪ বছর বয়সের লম্বা ও সুঠামদেহী অ্যাডাম জেনসেন। সে সোয়াট টিমের সদস্য ছিল। বেশ কম সময়ে দক্ষতার বলে সে নিজেকে কমান্ডারের পদে বহাল করতে পেরেছিল, কিন্তু বিধিবাম। এক মিশনে কাজের ব্যাপারে অসম্মতি জানানোয় তাকে বরখাস্ত করা হয়। তাই সে চাকরি নেয় উত্তর আমেরিকার বিখ্যাত একটি বায়োটেকনোলজি কোম্পানিতে, যার নাম সারিফ ইন্ডাস্ট্রিজ। কোম্পানিটিতে বেশ কিছু গোপনীয় রিসার্চ চলছে, তাই তার সুরক্ষার কাজে নিয়োজিত জেনসেন। হঠাৎ করে একদল ব্ল্যাক অপস টিম ল্যাবে হামলা চালিয়ে মেরে ফেলে অনেক বিজ্ঞানী ও নষ্ট করে দেয় রিসার্চের কাজ। শত্রুপক্ষের হাত থেকে ল্যাবটি রক্ষা করার সময় জেনসেন মারাত্মকভাবে আহত হবে। তার বাঁচা-মরা নিয়ে প্রশ্ন জাগবে ডাক্তারদের মনে। তখন তারা ঠিক করে তাকে মেকানিক্যাল বডি পার্টস যুক্ত করে নতুন জীবন দান করবে।

ফার্স্ট পারসন শুটিং গেমের পাশাপাশি গেমটিতে সন্নিবেশিত হয়েছে অসাধারণ এক অ্যাকশন গেম ও রোল প্লেয়িং গেমের ধাঁচ। কমব্যাট, স্টিলথ, হ্যাকিং ও সোশাল— এ চার ধরনের কাজ করতে হবে গেমারকে। নানা রকমের অস্ত্রের সাহায্যে মোকাবেলা করতে হবে শত্রুদের, গোপনে শত্রুর চোখ ফাঁকি দিয়ে হানা দিতে হবে শত্রু শিবিরে, চলতি পথে বাধা পার করতে পাসওয়ার্ড হ্যাক ও তালা খোলার কাজ করতে হবে এবং বিভিন্ন ধরনের লোকের সাথে মেলামেশা করে তাদের সাথে সম্পর্কে জেনে তাদের নিজের মিশনের কাজে ব্যবহার করতে হবে। গেমের শুরুর দিকে গেমটি সাদামাটা মনে হলেও পরের দিকে গেমটি বেশ দুর্ধর্ষ হয়ে উঠবে। উত্তেজনায় গেমারদের ঘাড়ের রোম খাড়া করে দেয়ার মতো একটি গেম ডেওস ইএক্স। গেমের গ্রাফিক্স ও সাউন্ড সিস্টেমের মান ভালোই বলা চলে।

গেমটি চালানোর জন্য মিনিমাম রিকোয়ারমেন্ট হচ্ছে— ২ গিগাহার্টজের ডুয়াল কোর প্রসেসর, এক্সপির জন্য ১ গিগাবাইট ও ভিসতা/সেভেনের জন্য ২ গিগাবাইট র‍্যাম, এনভিডিয়া জিফোর্স ৮০০০ সিরিজ বা এটিআই রাডেওন এইচডি ২০০০ সিরিজের গ্রাফিক্স কার্ড এবং ৮.৫ গিগাবাইট হার্ডডিস্ক স্পেস। গেমটি ভালোভাবে চালানোর জন্য রিকমেন্ডেড সিস্টেম রিকোয়ারমেন্ট হচ্ছে— উইন্ডোজ সেভেন, ইন্টেল কোর টু কোয়াড বা এএমডি ফেনম ২ এক্সকোর প্রসেসর, ২ গিগাবাইট র‍্যাম, এনভিডিয়ার সেকেন্ড জেনারেশন গ্রাফিক্স কার্ড বা এএমডি রাডেওন এইচডি ৫৮৫০ গ্রাফিক্স কার্ড।

ওয়ার্ল্ডশিফট

বাজারে অনেক দিন ধরেই ভালো কোনো স্ট্র্যাটেজিক গেমের দেখা মেলে না। পুরনো দিনের স্ট্র্যাটেজিক গেমগুলো খেলার যে আনন্দ ছিল এবং রোমাঞ্চকর গেমপ্লে ছিল তা এখন জমকালো গ্রাফিক্সের আড়ালে হারাতে বসেছে। গেমপ্লে আরো আকর্ষণীয় করার বদলে গেম ডেভেলপাররা গেমের গ্রাফিক্স আকর্ষণীয় করে তোলার দিকে বেশি মনোযোগী হয়ে উঠছেন। স্ট্র্যাটেজিক এবং একই সাথে একটি রোল প্লেয়িং গেম হিসেবে বেশ ভালোমানের একটি গেম হচ্ছে ওয়ার্ল্ডশিফট। গেমটির গ্রাফিক্স এখনকার গেমের তুলনায় আহামরি নয়, তবে খারাপও বলা যাবে না। গেমটি খেলার ধাঁচ বেশ ভালো ও কিছুটা ভিন্নধর্মী। এ গেমের সাথে ওয়ার অব ডিওন ওয়্যার হ্যামার ৪০০০০ সিরিজের গেমের বেশ মিল রয়েছে। গেমটি ডেভেলপ করেছে ব্ল্যাক সি স্টুডিওস। স্টুডিওটির আরেক নাম ক্রাইটেক ব্ল্যাক সি যা নামকরা নাইটস অব অনার সিরিজের নির্মাতা। গেমটি পাবলিশ হয়েছে কয়েকটি কোম্পানি থেকে। এগুলো হলো— গ্রেভলজিক ইন্টারন্যাশনাল, এবএক্স ইন্টারঅ্যাকটিভ, একেলা, ব্ল্যাক সি স্টুডিও এবং ব্ল্যাক ইঙ্ক। গেমটি সায়েন্স ফিকশন ও ফ্যান্টাসি সমন্বয়ে বানানো এক অসাধারণ গেম। গেমটিকে ট্যাকটিক্যাল রোল প্লেয়িং গেম হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। এটি সিঙ্গেল প্লেয়ার ও মাল্টিপ্লেয়ার উভয় মোডেই খেলার ব্যবস্থা আছে। গেমটি শুধু উইন্ডোজ প্লাটফর্মের জন্য বের করা হয়েছে, এর কোনো কনসোল ভার্সন এখনো বাজারে আসেনি।

গেমের প্রাথমিক পটভূমি হচ্ছে একুশ শতক। সে সময়ে পৃথিবীর বুকে নেমে আসবে রহস্যময় এক বস্তু, যার আঘাতে ধ্বংস হয়ে যাবে সব সভ্যতা। সেই ঘটনার হাজার বছর পরের ঘটনা নিয়ে গেমের কাহিনী গড়ে উঠেছে। সেখানে দেখানো হয়েছে মানবসভ্যতা বিলুপ্তির পথে। কারণ শার্ড জিরো নামের সে রহস্যময় বস্তু থেকে ছড়ানো প্লেগ রোগে আক্রান্ত হয়ে মানুষেরা দিন দিন সংখ্যায় কমে যাচ্ছে। তারা ধুঁকে ধুঁকে এ রোগের সাথে সংগ্রাম করে টিকে আছে। তারা পৃথিবীর বুকে পাঁচটি আলাদা মেগাসিটি বানিয়ে সেখানে বসবাস করে। গেমে আরেকটি জাতি রয়েছে, যার নাম ট্রাইব, তারা প্লেগ রোগ দ্বারা আক্রান্ত হয় না এবং তাদের আছে জাদুশক্তি। তারা বাস করে ঘন জঙ্গলে। মানব ও ট্রাইব এ দুই জাতির মাঝে হঠাৎ করে আবির্ভূত হয়ে তৃতীয় আরেক জাতি, যার নাম কাল্ট। এ জাতি কোথা থেকে এসেছে, কি তাদের পরিচয়, কিছু বলা হয়নি গেমে। গেমের ক্যামেরা মুভমেন্ট বেশ ভালোভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যায়, গেমারের ইচ্ছেমতো তা সেট করে নেয়া যাবে। গেমে বৃষ্টির সাথে সাথে বিজলি চমকে ওঠার ব্যাপারটির সাথে বেশ সুন্দর একটি দৃশ্য ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। বিজলি চমকে ওঠার সাথে চোখ ধাঁধিয়ে যাবে এবং গেমের স্ক্রিন সাদাকালো হয়ে যাবে। গেমে মানুষেরা আর্মার স্যুট ও আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে লড়াই করবে। দুটি জাতির কাজ হবে কাল্টদের নির্মূল করা। আবার অনেক সময় মানুষ ও ট্রাইব মুখোমুখি হলে তাদের মাঝেও বাধবে বিবাদ। মানব জাতির আক্রমণ শক্তিশালী, যা শত্রুপক্ষকে নিমেষে ধরাশায়ী করতে পারে। কিন্তু ট্রাইবরা ডিফেন্সিভ প্লেয়ার, তাদের রয়েছে হিলিং পাওয়ার ও দ্রুততা। কাল্টরা সামনাসামনি লড়াইয়ে ভালো এবং কিছুটা ধীরগতির।

গেমটি চালাতে লাগবে সিঙ্গেল কোরের ২ গিগাহার্টজের প্রসেসর, ৫১২ মেগাবাইট র‍্যাম, পিক্সেল শেডার ২.০ সাপোর্টেড ১২৮ মেগাবাইট মেমরির গ্রাফিক্স কার্ড (এনভিডিয়া জিফোর্স ৫৭০০ বা এটিআই রাডেওন ৯৬০০) ও ৩ গিগাবাইট হার্ডডিস্ক স্পেস। ভালোভাবে চালাতে চাইলে ডুয়াল কোরের প্রসেসর, ১ গিগাবাইট র‍্যাম ও ২৫৬ মেগাবাইট মেমরির পিক্সেল শেডার ৩.০ সাপোর্টেড গেম হলেই হবে।

লিম্বো

'লিম্বো' গেমের জগতের একটি মাস্টারপিস। এটি আমার কথা নয় দুনিয়ার সেরা সব গেম রিভিউয়ারের কথা। অনেক ধরনের গেমই খেলেছেন, কিন্তু এ গেমটি সবার থেকে আলাদা। সাদাকালো পটভূমিতে এত চমৎকার একটি গেম যুগটিয়ে তোলা হয়েছে, যার সামনে অন্য গেমের চোখ ধাঁধানো গ্রাফিক্সও ফিকে হয়ে যাবে। গেমটি ডেভেলপ করেছে ডেনমার্কের প্লেডেড নামের প্রতিষ্ঠান। প্লেস্টেশন নেটওয়ার্ক ও উইন্ডোজ প্লাটফর্মের জন্য তা পাবলিশ করেছে প্লেডেড এবং এক্সবক্স লাইভ আর্কেডের জন্য পাবলিশ করেছে মাইক্রোসফট গেমস স্টুডিওস। গেমটি বেশিরভাগ গেম রিভিউ সাইট ও সমালোচকদের দৃষ্টিতে শতভাগ পয়েন্ট পাওয়ার গৌরব অর্জন করেছে। শুধু তাই নয়, গেমটি গেম ইনফরমারের বেস্ট ডাউনলোডেবল, গেমস্পটের বেস্ট পাজল গেম, কোটাকুর বেস্ট ইন্ডি গেম, গেম-রিম্যাক্টরের ডিজিটাল গেম অব দ্য ইয়ার, স্পাইক টিভির বেস্ট ইন্ডিপেন্ডেন্ট গেম, এক্সপ্লের বেস্ট ডাউনলোডেবল গেম, আইজিএনের বেস্ট হরর গেম হিসেবে পুরস্কার পাওয়া ছাড়াও মোট ৯০টি পুরস্কার লাভ করেছে। গেমটি একটি গা ছমছমে হরর গেমের পাশাপাশি বেশ ভালোমানের একটি পাজল গেমও বটে। ভিডিও গেমও যে একটা আর্ট হতে পারে তা এ গেমের মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে। এটি এক্সবক্স লাইভ আর্কেডের তৃতীয় শীর্ষস্থানীয় বেশি বিক্রিকৃত গেমের তালিকায় রয়েছে, যা প্রায় ৭.৫ মিলিয়ন ডলার আয় করেছে।

গেমের প্রথমে দেখা যাবে আলো-আঁধারিতে ঢাকা এক জঙ্গল। সেখানে হঠাৎ করে অন্ধকারের মাঝে জ্বলে উঠবে দুটো ছোট বাতি। আসলে সেই বাতি দুটি একটি ছেলের চোখ। নাম না জানা সেই ছেলে ঘুম থেকে জেগে শুরু করবে হেঁটে চলা। রাস্তায় নানা রকমের ফাঁদ ও বিপদ এড়িয়ে তাকে এগিয়ে যেতে হবে এবং খুঁজে বের করতে হবে তার হারিয়ে যাওয়া বোনকে। গেমের ফাঁদ ও শত্রুপক্ষকে বেশ কঠিনভাবে তুলে ধরা হয়েছে। একটু অসাবধান হলেই খেল খতম। গেমের গ্রাফিক্স করা হয়েছে মনোক্রোমাটিক, তাই এতে শুধু সাদা ও কালো রঙের টোন, লাইটিং, ফিল্ম গ্রেইন ইফেক্ট এবং খুব অল্প কিন্তু পিলে চমকে দেয়ার মতো সাউন্ড যোগ করা হয়েছে। এতে কোনো মিউজিক ট্র্যাক নেই। তাই নিঃশব্দতার মাঝে হঠাৎ করে কোনো ভয়ানক শব্দ বেজে উঠলে ঘাবড়ে যাবেন না যেনো। গেমে কিছু শত্রুকেও দেখা যাবে, তারা হঠাৎ করেই উদয় হবে এবং ছোট ছেলেটিকে বিপদের মুখে ঠেলে দেবে এবং তাকে মারার চেষ্টা করবে। কৌশলে তাদের পরাস্ত করতে হবে এবং নিজের অভিযান চালিয়ে যেতে হবে। গেমের পাজলগুলো অন্যান্য পাজল গেমের চেয়ে বেশ উন্নতমানের এবং ব্যক্তিক্রমধর্মী। আলো-আঁধারি ছায়ার মতো ক্যারেক্টারকে নিয়ে গেমটি খেলার যে স্টাইল তা একবার না খেলে দেখলে কখনই বোঝা সম্ভব নয়। গেমে আস্তে আস্তে জঙ্গলের সীমা পেরিয়ে এসে পড়তে হবে শত্রুর এলাকায়। গেমের কন্ট্রোলিং বেশ সহজ। অ্যারো কী দিয়ে সামনে-পেছনে যাওয়া, আপ বাটন দিয়ে লাফ দেয়া ও কন্ট্রোল বাটন দিয়ে কোনো কিছু ধরার কাজ ছাড়া আর কিছুই নেই।

গেমটি টুডি ও থ্রিডি উভয় ভার্সনেই খেলা যায়। টুডি ভার্সনে খেলার সময় শিফট+ও+ডি চাপলে থ্রিডি মোডে গেম চালু হয়। গেমটি সাদাকালো হলেও বেশ জমকালভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। গেমটি নামকরা হরর গেমের চেয়ে কোনো অংশে কম নয়। তাই গেমটি প্রাপ্তবয়স্কদের খেলার জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে। গেমটি আকারে মাত্র ১০০ মেগাবাইট এবং খেলার জন্য তেমন একটা হাই কনফিগারেশনের পিসির প্রয়োজন পড়ে না। ■

ইগলি পপ

প্যাক-ম্যান গেমসের নাম শোনেননি এমন গেমার হয়তো খুঁজে পাওয়া যাবে না। ১৯৮০ সালের ন্যামকো গেম কোম্পানি গেমটি ডেভেলপ করেছিল। বর্তমানে প্যাক-ম্যান গেমের অনুকরণ করে আরো অনেক গেম বাজারে এসেছে। আজ সেরকমই একটি গেম 'ইগলি পপ' নিয়ে আলোচনা করা হবে। এই গেমে দুটো চরিত্র রয়েছে ফিজি ও ডিজি। গেমের শুরুতে এই দুটো চরিত্র থেকে যেকোনো একটিকে বাছাই করে নিতে হবে। তারপর শুরু করতে হবে ইগলিদের রক্ষা করার অভিযান।

গেমটি খেলতে প্যাক-ম্যানের মতো হলেও এটিতে বেশ কিছু পার্থক্য বিদ্যমান। যেমন– প্যাক-ম্যানকে নিয়ে স্টেজের গোলকধাঁধা থেকে গোলাকার বল গলাধঃকরণ করে স্টেজ ক্লিয়ার করতে হয় এবং সেই সাথে নিজেকে পথিমধ্যে থাকা ভূত হতে রক্ষা করতে হয়। এই গেমেও ফিজি বা ডিজিকে নিয়ে খেলার সময় ভূত থেকে সাবধান থাকতে হবে। তবে এখানে তাদের নিয়ে কিছু গলাধঃকরণ করে স্টেজ ক্লিয়ার করতে হবে না। গেমে বলের বদলে ইগলি নামের ছোট ছোট প্রাণীকে দেখানো হয়েছে যাদের ভূত বাবলের মধ্যে বন্দী করে রেখেছে। ডিজি বা ফিজিকে নিয়ে এদের ওপর দিয়ে গেলে এরা মুক্ত হয়ে যাবে এবং গেমারের সাথে সাথে থাকবে। একসাথে অনেক ইগলি জোগাড় করলে গেমারের পেছনে ইগলিদের বিশাল চেইন তৈরি হতে থাকে এবং স্টেজের বিভিন্ন কোনায় অবস্থিত ঘরে এই ইগলিদের পৌঁছে দিতে হবে। গেমের প্রথম দিকে কমলা, নীল, হলুদ ও সবুজ এই ৪ রঙের ইগলি রয়েছে এবং প্রতিটি আলাদা রংয়ের ইগলির জন্য আলাদা চারটি ঘর রয়েছে। যদি একেকবার শুধু একই রংয়ের ইগলি সংগ্রহ করে তাদের ঘরে পৌঁছে দেয়া হয়, তাহলে বেশি পয়েন্ট পাওয়া যাবে। তবে ইগলিদের সংগ্রহ করে চলাচল করার সময় ডিজি বা ফিজি ভূতের সামনে পড়ে গেলে তার একটি লাইভ নষ্ট হয়ে যাবে। যদি ভূত গেমারের পেছনের ইগলিদের ধরে ফেলে, তবে ইগলিরা মারা পড়বে না। তবে তারা আবার বাবলে বন্দী হয়ে যাবে, আবার কিছু ইগলি মুক্ত হয়ে এদিক ওদিক ছোটাছুটি করতে থাকবে। তখন সেগুলোকে ধরা বেশ কষ্টকর।

পুরো গেমটি শুধু কীবোর্ডের অ্যারো চিহ্ন ব্যবহার করে খেলা যায়। গেমে ১৫০টি আলাদা মিশন রয়েছে। এছাড়া প্রতিটি স্টেজের শুরুতে ডা. ইগলির কাছ থেকে গেম কিভাবে খেলতে হবে এবং কিভাবে বেশি বোনাস পাওয়া যাবে সেসব বিষয়ে বিস্তারিত জেনে নেয়া যাবে। গেমের চারটি আলাদা ডিফিকাল্টি লেভেল রয়েছে। এগুলো হলো– প্লাটিনাম, গোল্ড, সিলভার এবং ব্রোঞ্জ। গেমের বিভিন্ন বোনাস স্টেজ পার করতে পারলে ফিজি ও ডিজি ছাড়াও আর নতুন তিনটি ক্যারেক্টার আনলক করা যাবে। এরা হলো– রাইজো, বুজ এবং ডা. ইগলি। এছাড়া গেমটি দুটি স্টাইলে খেলা যাবে। এগুলো হলো– অ্যাডভেঞ্চার মোড ও রেট্রো মোড। রেট্রো মোডে গেমটি খেলতে হলে প্রথমে অ্যাডভেঞ্চার মোডে গেম শুরু করতে হবে। রেট্রো বলতে সাধারণত ক্ল্যাসিক বা পুরনো আমলের কথা বোঝানো হয়। গেমটি খেলতে পেন্টিয়াম ৩ বা ৫০০ মেগাহার্টজের সমমানের প্রসেসর লাগবে। এছাড়া ১২৮ মেগাবাইট র‍্যাম লাগবে। গেমটির আকার খুবই ছোট এবং এটি হার্ডডিস্কে মাত্র ৫-৭ মেগাবাইট জায়গা দখল করবে। গেমটি মাল্টারেবোর্ডের সাথে থাকা ইন্টিগ্রেটেড গ্রাফিক্স কার্ডেও চালানো যাবে অনায়াসে।

হ্যামার হেডস ডিলাক্স

টাইম ম্যানেজমেন্ট ও পাজল গেমগুলোর মধ্যে বিজুয়েল্ড ও জুমা ডিলাক্স খুবই জনপ্রিয় গেমস। এ দুটো গেমই ডেভেলপ করেছে নিউট্রিড গেমস কোম্পানি এবং পাবলিশ হয়েছে পপ-ক্যাপ গেমস কোম্পানির ব্যানারে। এই কোম্পানির আরেকটি মজার গেম হচ্ছে হ্যামার হেডস ডিলাক্স। এই গেমের প্রথম ভার্সন বের হয়েছিল ২০০৬ সালে হ্যামার হেডস নামে। পরে গেমের জনপ্রিয়তার রেশ ধরে বের হয়েছে ডিলাক্স নামের পর্বটি। সময় কাটানোর জন্য এবং মজা পাওয়ার জন্য বেশ ভালো একটি গেম এটি।

গেমটিতে একটি খোলা মাঠে কিছু গর্ত থাকে এবং সেই গর্তের ভেতর থেকে কিছু দুষ্ট বেঁটে বা বামনরা মাথা বের করবে, আর গেমারকে মাউসের সাহায্যে একটি একটি করে হাতুড়ি নড়াচড়া করে মাথায় বাড়ি দিয়ে তাদের ধরাশায়ী করতে হবে। একটি লাইফবার রাখা হয়েছে গেমে, যেসব বামনদের মারতে না পারলে তা কমতে থাকবে। তাই বামনের মাথায় বাড়ি মারা যত কম ফসকে যায় ততই ভালো। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বেশ কিছু বামনের মাথায় হাতুড়ির বাড়ি বসাতে পারলেই লেভেল পার করা যাবে। আবার কিছু বামনের মাথায় একবার বাড়ি দিলেই তাকে কাবু করা যাবে না, কয়েক ঘা বসিয়ে তবেই তাকে বাগে আনতে হবে। এ গেমটিতে প্রতি স্টেজে একটি করে চেকপয়েন্টের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। কিন্তু পুরনো ভার্সনটিতে পাঁচটি লেভেল পর পর চেকপয়েন্ট ছিল। তাই নতুন গেমে কোনো এক লেভেলে গেমার নির্দিষ্ট সংখ্যক বামনের মাথায় আঘাত করতে না পারলে তাকে আবার সেই লেভেল থেকেই খেলতে হবে। নতুন এ গেমে আগের গেমের মতো পাঁচ লেভেল আগে থেকে খেলতে হবে না, তাই গেমটি খেলার সময় বিরক্তি ধরবে না। গেমটিতে তিনটি

আলাদা গেম মোড রয়েছে এবং সেই সাথে রয়েছে বিভিন্ন পদক পাওয়ার ব্যবস্থা। ট্রফি রুমে গিয়ে দেখার ব্যবস্থা আছে কি কি ট্রফি বা পদক গেমার অর্জন করতে সক্ষম হয়েছেন। গেমের শেষের দিকে বেশ বড় লাইফ বা বেশি হিটপয়েন্টযুক্ত বস আসবে, যাকে কুপোকাত করতে বেশ বেগ পেতে হবে। গেমে দোকান থেকে লাইফ কিনে নিজের লাইফবার আরো শক্তিশালী করা যাবে।

নতুন গেমটি আগের গেমের চেয়ে গ্রাফিক্স ও গেমপ্লের দিক থেকে কিছুটা ভিন্ন। নতুন গেমটি আগের গেমের চেয়ে বেশি ভালো হয়েছে, তাই যারা আগে এটি খেলেছেন তাদের কাছেও গেমটি ভালো লাগবে আর যারা খেলেননি তাদের কাছে তো আরো বেশি ভালো লাগবে। একেকবার একেক ধরনের বামন আসবে যাদের অঙ্গভঙ্গি দেখলে হাসি আসবে। সব গর্তেই যে বামন থাকবে তা কিন্তু নয়। এতে থাকতে পারে ফাঁদ ও বোম যা আপনার লাইফবারের জেরটা বাজিয়ে দেবে। লাইফ ছাড়াও আরো কেনা যাবে বিভিন্ন রকমের হাতুড়ি ও কর্মদক্ষতা। দোকান থেকে কিছু কেনার জন্য জোগাড় করতে হবে কয়েন। বামনের মাথায় বাড়ি দিলে তাদের পকেট থেকে পড়তে পারে কয়েন এবং বোনাস লেভেল খেলেও পাওয়া যাবে কয়েন। নতুন গেমে ম্যারাথন নামে নতুন গেম মোড যোগ করা হয়েছে যাতে অনেক লম্বা সময় ধরে একটানা বামন মারতে হবে। খুব সাবধানে বুঝেশুনে খেলতে হবে গেমটি। গেমটি খেলতে পেন্টিয়াম ৩ বা ৫০০ মেগাহার্টজের সমমানের প্রসেসর লাগবে। এছাড়া ১২৮ মেগাবাইট র‍্যাম লাগবে। গেমটির আকার খুবই ছোট এবং হার্ডডিস্কে ২৫ মেগাবাইট জায়গা খালি থাকলেই গেমটি খেলা যাবে।